দৈনিক বাংলা

তারিখ ১৭/১০/৯১
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

এ কেমন কলেজ

তিন কলেজের তিনটি খবর আছে তিনটি দৈনিকে। এর মধ্যে একটি আবার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। এই কলেজে হাজার হাজার ছাত্র–ছাত্রীকে আসা–যাওয়া করতে দেখা যায়। এই কলেজের একটি বিভাগের পড়াশুনা সম্পর্কে প্রকাশিত খবরটি দেখে মনে হয় কলেজটিতে ছাত্র–ছাত্রীর ভিড় থাকলেও পড়াশুনার তেমন ভিড় নেই। এই কলেজে গণিত বিভাগে ২৭ জন শিক্ষকের মধ্যে ৭ জন শিক্ষক আছেন। ফলিত গণিতের কোন শিক্ষকই নেই। ঐ কলেজে গণিতের 'বাস্তব বিশ্লেষণ' নামক অপরিহার্য বিষয়টি আদৌ পড়ান হয় না। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের যারা গণিতের ছাত্র তাদের কলেজের ক্লাস করেও প্রাইভেট শিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হয়। এর পরেও এই কলেজের গণিতের ছাত্ররা পরীক্ষা দেয় এবং পাসও করে। এ হচ্ছে রাজধানী ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের হাল।

দ্বিতীয় কলেজটির নাম ঝালকাঠি সরকারী কলেজ। এই কলেজ থেকে দীর্ঘদিন ধরে বি কম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে অসংখ্য ছাত্র। এবং দীর্ঘদিন ধরেই পাসের খাতা একেবারে শূন্য। এবারেও সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই কলেজ থেকে বি কম পরীক্ষায় কেউই উত্তীর্ণ হয়নি।

তৃতীয় কলেজটির নাম কোটালীপাড়া আদর্শ লুৎফুর রহমান মহাবিদ্যালয়। এই কলেজটির জন্ম পাকিস্তান আমলে। জন্মলগ্ন থেকেই এই কলেজটিতে আইএসসি ও আইএ পড়ানো হচ্ছে। পরবর্তীকালে বিকম ও বিএ পড়ানোর অনুমোদন পাওয়া গেছে। পাঁচ বছর আগে কলেজটি সরকারীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, জন্মলগ্ন থেকে এই কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের কোন শিক্ষক নেই। সরকারীকরণের পরেও এই কলেজে এক পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক পাঠান সম্ভব হয়নি। অথচ দীর্ঘদিন ধরে এই কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে। পদার্থবিদ্যা নিয়ে ছাত্ররা লেখাপড়া করছে। এবং তারা পাস করেও যাচ্ছে। অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার শিক্ষক থাকা বা না–থাকা আদৌও কোন সমস্যা নয়।

তাহলে এসব কলেজে কি হচ্ছে? এই সংবাদ থেকে মনে হয় যে অবস্থা এমন চলতে থাকলে এক সময় কোন কলেজেই কোন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে না। এবং সে দিনটি আমাদের কারও কাম্য নয়। কাম্য নয় বলেই শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন––এ পরিস্থিতির অবসান ঘটানো হোক।

38